আমন মৌসুমে ধানের ছত্রাকজনিত খোলপোড়া এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগের প্রার্দুভাব ও দমন ব্যবস্থাপনা

আমন মৌসুমে ধানের বিভিন্ন রকমের রোগ দেখা দেয়। রোগের কারণে ধানের গড়ে ১০-১৫% ফলন কমে যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এর বেশি এমনকি ১০০% পর্যন্ত ফলন নষ্ট হতে পারে। কাজেই ধানের ফলন ঘাটতি কমানোর জন্য আমাদের অবশ্যই রোগ দমন করতে হবে। এ মৌসুমে বিভিন্ন এলাকায় ধানের ছত্রাক জনিত খোলপোড়া এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। উচ্চ তাপমাত্রা ও উচ্চ আদ্রতায় এই রোগ দুইটির ব্যপকতা বেড়ে যায়। ধানের প্রধান এই দুইটি রোগের দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত করণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরুপ।

খোলপোড়া রোগ

এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এই রোগ হলে ধানের খোলে ও পাতায় গোখরা সাপের চামড়ার মত দাগ দেখা যায়। সর্বোচ্চ কুশি অবস্থা থেকে থোড় আসা পর্যন্ত যে কোন সময় এই রোগ আক্রমণ করতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- সুষম মাত্রায় নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করতে হবে।
- পটাশ সার দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগ জমি তৈরীর সময় এবং আরেক ভাগ তৃতীয় বার ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগের সময় জমিতে দিতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে জমিতে পানি দেওয়া ও পানি শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ফলিকুর ৬৬.৫ মিলিলিটার/বিঘা অথবা নেটিভো ৩৩ গ্রাম/বিঘা অথবা কনটাফ ১৩৩ মিলিলিটার/বিঘা হারে এক বার এবং ৭-১০ দিন পর আরেক বার স্প্রে করতে হবে ।

চিত্র: খোলপোড়া রোগ

ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ

ধান গাছের কুশি বা তার পরবর্তী যেকোন সময় পাতাপোড়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শেষের দিকে পাতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ঝলসে যায় এবং ধূসর খড়ের মত রং ধারণ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ঝড়ো বৃষ্টির পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যাবে না।
- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত জমি শুকিয়ে পটাশ সার (৫ কেজি/বিঘা) প্রয়োগ করতে হবে।
- রোগ দেখা দেয়ার পর ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ বর্জন করতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে জমিতে পানি দেওয়া ও পানি শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাঠে রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে থিওভিট ৬০ গ্রাম এবং পটাশ ৬০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে ।

চিত্র: ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ

প্রচারনায়: বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি গাজীপুর।